বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনসিআরসিএ) সুপারিশে বিধিমোতাবেক নিয়োগ পেয়েও এমপিওভুক্তি নিয়ে জটিলতার কারণে শিক্ষক। বেতন পেতে ছয় বছর ধরে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও কোনো কাজ হয়নি। বর্তমানে পরিবার-পরিজন নিয়ে ভীষণ অর্থ কষ্টে রয়ে জিয়াউর রহমান। তিনি নওগাঁর সাপাহার উপজেলার চৌধুরী চান মোহাম্মদ মহিলা ডিগ্রি কলেজের এইচএসসি শাখায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাষক হিসাবে জানা যায়, ২০১৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ওই কলেজের গভর্নিংবডির সভায় রেজুলেশনের মাধ্যমে কলেজের এইচএসসি শাখার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাষক ২৩ নভেম্বর কলেজ কর্তৃপক্ষ ওই পদে শিক্ষক চেয়ে চাহিদাপত্র পাঠায়। সে অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় পাস করা জিয়াউর রহ সুপারিশ করে। এনসিআরটিএ'র সুপারিশ অনুযায়ী ২০১৬ সালের ২৪ অক্টোবর জিয়াউর রহমানকে প্রভাষক পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। ২০১ অধিদপ্তরের (মাউশি) কাছে কলেজ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এমপিওর জন্য আবেদন করেন তিনি। কিন্তু তার এমপিওভুক্ত করার আবেদনটি মাউশি শরমিন ফেরদৌস চৌধুরী সরকারি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করেন। জিয়াউর রহমান খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, কলেজের অনার্স শাখার শিক্ষক আবদুল হালিম এইচএসসি শাখায় এমপিওভুক্তির পদ সমন্বয়প্রাপ্তির আদেশ চেয়ে হাইকোর্টে রিট করলে জনবল কাঠামো অনুযায়ী এমপিও নির্দেশ দেন আদালত। সে নির্দেশনা অনুযায়ী হালিমের এমপিওভুক্তির পদ সমন্বয় করে এইচএসসি শাখার প্রভাষক হিসাবে নিয়োগ দেয় মাউশি। কলেজের অধ্যক্ষ আবু এরফান আলী বলেন, ২০১২ সালে নিয়োগ পাওয়া আব্দুল হালিম নামের আরেক শিক্ষক জিয়াউর রহমানের পদে সমন্ব আদালত তার পক্ষে রায় দেন।

Shares

**যুগান্তর ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন**